দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 27 NOV 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

36

খারাপ ফলের জন্য শিক্ষকদের শাস্তি

পরীক্ষার ফলাফল খারাপ হওয়ার জন্য কি কেবল শিক্ষক-শিক্ষিকাই দায়ী? শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক এক সিদ্ধান্তে এই ধারণারই প্রতিফলন ঘটেছে। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক খবর থেকে জানা গেছে, চলতি বছর এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় যেসব বেসরকারী স্কুল ও কলেজের ফলাফল খারাপ হয়েছে সে সব স্কুল ও কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ১ বছরের বেতন-ভাতার সরকারী অনুদান বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। প্রকাশ, এ সম্পর্কিত এক নির্দেশে বলা হয়েছে, ১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় যে সব বেসরকারী স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীর পাসের হার ছিল শূন্য সেই সব স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা এক বছরের জন্য বেতন-ভাতার সরকারী অনুদান পাবে না। পরবর্তী বছরের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। প্রকাশিত এ নির্দেশনামা অনুসারে, ১৯৯৬ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় যে সব বেসরকারী কলেজের পাসের হার শতকরা ৫০ ভাগের কম ছিল সে সব কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। তবে সব শিক্ষক-শিক্ষিকার বিরুদ্ধে নয়। যে সব বিষয়ে শিক্ষার্থীদের পাসের হার ছিল শতকরা ৫০ ভাগের কম সে সব বিষয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা এই ব্যবস্থার আওতায় পড়বে। তারা তাদের বেতন-ভাতার সরকারী অনুদানের শতকরা ৪০ ভাগ আগামী ১ বছরের জন্য পাবে না।

এ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অভিমত হলো যে, এই সিদ্ধান্ত বা ব্যবস্থা কতটা বাস্তবানুগ, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, ন্যায়সঙ্গত এবং কল্যাণকামী হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্নের অবকাশ রয়েছে যথেষ্ট। চলতি বছরের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল বিপর্যয়ের জন্য কেবলমাত্র শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এবং বিশেষভাবে বেসরকারী স্কুল-কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরই দায়ী করা হয়েছে। একথা সম্ভবতঃ কেউই মানতে চাইবেন না যে, শুধুমাত্র শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দোষেই এই ফলাফল বিপর্যয় ঘটেছে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষাঙ্গনের অপপরিবেশন, শিক্ষার্থীদের পড়াশুনায় অমনোযোগ ও ব্যর্থতা, বোর্ডের 'কীর্তি-কলাপ', কম্পিউটার বিভ্রাট ইত্যাদিকে মোটেই বিবেচনায় আনা হয়নি। আমরা বলি না যে, পরীক্ষায় খারাপ ফলাফলের জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা মোটেই দায়ী নয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ঠিকমত পড়াশুনা হয় না, এ অভিযোগ পুরানো। ঠিকমত ক্লাস না নেয়া, পাঠ্যসূচী শেষ না করা ইত্যাদির জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাদের দায়-দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারে না। কিন্তু একথাও সত্য যে, অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নেই। শিক্ষা-সামগ্রী ও সরঞ্জামের অভাবও অনেক প্রতিষ্ঠানে রয়েছে। আবার এ কথাও কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, শিক্ষার্থীরা এখন আর আগের মত পড়াশুনা করে না। অনেকে নকলের আশায় থাকে। পরীক্ষা নিয়ে বোর্ডের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং কম্পিউটার বিভ্রাটের ঘটনা সকলের সামনেই রয়েছে। এমতাবস্থায় কেবল শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরই দায়ী করে শাস্তির ব্যবস্থা করা হলো কেন? বিশেষ লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, এ ব্যাপারে বেসরকারী স্কুল-কলেজেরর শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ঘাড়েই সব দোষ চাপানো হয়েছে। সরকারী স্কুল-কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বাদ রাখা হলো কেন? এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় সব সরকারী স্কুল ও কলেজের সাফল্য কি এক রকম হয়েছে? এ বছর ডিগ্রী পরীক্ষায় ২৬টি কলেজের কেউই পাস করেনি। এই সব কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিরুদ্ধে তবে কি ব্যবস্থা নেয়া হবে?

বস্তুতঃ যে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তা বৈষম্যপূর্ণ ও একদেশদর্শী। এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া শিক্ষাক্ষেত্রে পড়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। এটা অনেকেরই জানা, বেসরকারী স্কুল-কলেজগুলোর শিক্ষক-শিক্ষিকারা সরকারী অনুদানের ওপরই মূলতঃ নির্ভরশীল। স্কুল-কলেজের নিজস্ব ফাণ্ড থেকে তারা খুব সামান্য অর্থই পেয়ে থাকে। এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থার ফলে তারা কার্যতঃ ভাতে মারা পড়বে। এ অবস্থায় তাদের পক্ষে পাঠদান করা কতদূর সম্ভব হবে? বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা মনে করি, এই ব্যবস্থা শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাট ক্ষতি ডেকে আনবে। আমরা আশা করবো, এই একপেশে ও ক্ষতির আশংকাযুক্ত সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করা হবে।